প্রতিভার সন্ধানে...

ইন্দ্রনীল কারিগর

আমাদের দেশে আগে টেলিভিশন মানেই ছিল বিটিভি। সময় পেরিয়েছে অনেক, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টিয়েছে ধারণা। এখন টেলিভিশন মানে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমাদের সমাজের ও সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তনে এসব দেশী-বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর ভূমিকা সরাসরি। এসব চ্যানেলের বদৌলতে আমাদের সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে আঘাত লেগেছে এটা মানতেই হবে। বাধভাঙ্গা জোয়ার আর দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের ফলে বোকা বাক্সের ভূমিকা রূপ নিচ্ছে সামাজিক মেরুকরণের প্রক্রিয়ায়। বিশ্বায়নের ফলে পণ্যবাদী এ সমাজের চিরন্তন কাঠামো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ভোগবাদে। পুরো সমাজকে আরো ভোগবাদী করে তোলার জন্য সবাই থাবা বসাচ্ছে টেলিভিশনে। টেলিভিশন দেখার জন্য যেহেতু কোনো প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না তাই দ্রুত চলমান ভোগবাদী সমাজের কাছে বিজ্ঞাপনের ভাষা পাল্টে দিয়ে- পণ্য বিকানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দেশের চ্যানেলসমূহের অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে সংবাদ পরিবেশনের দিকে তাকালেই। আজকাল সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের স্পন্সরে। ফলে চ্যানেলগুলো সম্পাদকীয় স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে না এটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আমাদের দেশের ড্রয়িংরুমগুলোই শুধু নয়, চ্যানেলের নির্মাতারাও মেধার দিক থেকে বিদেশী বিশেষ করে ভারতীয় চ্যানেলের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। সেই মেধা নির্ভরশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রতিভার সন্ধানে বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম এবং কার্যক্রমের অনুষ্ঠানসমূহ। দেশে চারটি টেলিভিশন বিটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই এবং এনটিভি। ৪টির মধ্যে বিটিভি সারাবছর নিরন্তর প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে এবং বিভিন্ন হয়রানির মাধ্যমে। বিটিভির এসব ঘটনা এখন ওপেন সিক্রেট, ফলে আলোচনায় বিটিভিকে বাদ রাখা সমীচীন।

এটিএন বাংলা শুরু করেছে 'তারকাদের তারকা'। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রতিভার অন্বেষণ করছেন যা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচার করছেন। অনুষ্ঠানে তারা প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম তুলে ধরছেন তাদের নিজস্ব স্টাইলে। যদি কেউ অনুষ্ঠানটিকে ট্যালেন্ট হান্ট অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করতে নাও চায় তবে আঞ্চলিক শিল্পীদের অনুষ্ঠান হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে।

চ্যানেল আই করছে ' লাক্স চ্যানেল আই সুপার স্টার'। সমাজের উঠতি তরুণীদের মাঝে মননশীল ও গুণগত উৎকর্ষতার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা থেকেই নির্ধারিত হবে একজন রূপবতী তরুণী নিজেকে শিল্পের কোন শাখায় তুলে ধরবেন বা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এটি একটি পুঁজিবাদী সমাজে নারীকে পণ্য করে তোলার পথ আবার নারীর গন্ডি পেরুনোর ভেঙে দেয়া সীমারেখা। এ অনুষ্ঠানটি একটি পণ্যের ব্যানারে হচ্ছে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠানটিতে যদিও কিছুটা শব্দ ত্রুটি রয়েছে তবুও খুবই ছিমছাম এবং গোছানা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে বোঝা যায় পেছনে একদল মেধাবী নির্মাতা রয়েছেন।

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে অসংখ্য ব্যানার-বিলবোর্ড লাগিয়ে প্রচার করেছে এনটিভির ক্লোজআপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ যত গর্জেছিল মোটেই বর্ষেনি। ঝকঝকে স্ক্রিনের অগোছালো এবং গন্তব্যহীন সর্বোপরি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হিসেবে যতটুকু নাড়া দেয়ার কথা ছিলো সেভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে। ক্লোজ আপ ওয়ান 'তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ' ইভেন্ট হিসাবে যেমন সুন্দর হয়েছে কিন্তু টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হিসাবে তেমন ভালো হয়নি। যা পণ্যবাদের এক বুমেরাং উদাহরণ।

তালগোল পাকানো কিংবা বিভ্রান্তমূলক মূল্যবোধের এই সময়ে পণ্যবাদের দিকভ্রান্ত ভূমিকা ব্যাপক। যে প্রতিভার বিকাশে রাষ্ট্রের এগিয়ে আসার কথা, যেখানে রাষ্ট্র না এসে কিছু দেশীয় সংস্থা বা বহুজাতিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে এটিও একধরনের আশার কথা। কিন্তু যে প্রতিভাকে তারা লালন করছেন অথবা তুলে ধরছেন তা সম্পূর্ণ বাজারকেন্দ্রিক অথবা বাজারমুখী। যে সব প্রতিভাধারী বেরিয়ে আসছেন তাদের স্বাভাবিক গতি পণ্যায়নের দিকে। রাতারাতি তারকা হবেন সমাজের। এখানে কোন সময়ের বিচার নেই, নেই অভিজ্ঞতার যুক্তিবোধ, ফলে সময়ের পরম্পরায় এই তারকার কাছে বাজার যতটা দায়বদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতা তার ধারে কাছ নেই। এর প্রভাব দেখা যায় 'ইন্ডিয়া আইডল' থেকে। আমাদের টেলিভিশনসমূহের এইসব আয়োজন প্রয়োজন কিংবা বিবেকবোধ থেকে নয়, এইসব পরিবর্তমান এক আস্থাহীন মূল্যবোধের চোরাস্রোতে গা ভাসানো। যার ধারাবাহিকতায় অভিজিৎ-প্রাযুক্তরা আমাদের দেশে এসে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা টিকিটের বিনিময়ে উপচে পরা ভিড়ে পাঁচতারা হোটেলে উন্মাদনৃত্যের অনুষ্ঠান করে যায়। সমাজের এই উচ্চবিত্ত মানুষদের ৩-৫ হাজার টাকার টিকিট কোনো ট্যাক্স অথবা ভ্যাট দিতে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের দিনমজুর কিংবা রিকশাচালক যখন বিনোদনের জন্য হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে যায় তখন তার ঘাম ঝরানো ২০ টাকায় সরকারকে ভ্যাট দিতে হয়, ট্যাক্স দিতে হয়। এসব পণ্যায়ন সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র নীরবে বিবেকহীনের মতো মেনে নেয়। মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মঞ্চ নাটক ক্ষুধিত পাষাণ

থার্ড বেল বেজে উঠলো। হলরুমে অন্ধকার নেমে এলো, নেমে এলো নিস্তব্ধতা। চোখের সামনে আলো আঁধারির মিশ্রণে দেখা গেল একটি ট্রেন স্টেশন। স্টেশনের সেই ভুতুড়ে পরিবেশে দুজন যাত্রী ট্রেনের অপেক্ষায় বসা। একটু পরেই যুক্ত হলো এক কান্তিমান যুবক, পেশায় তুলার মাসুল আদায়কারী। সেই কান্তিমান যুবক কথার ফাঁকে বলতে বসলেন তার জীবনের এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির কথা। মঞ্চের আলোর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্লাটফর্মের স্থানে তৈরি হয়ে গেল এক প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। আড়াইশ' বছরের ইতিহাস মুহূর্তেই যেন আমাদের সামনে দিব্যমান। সুলতান দ্বিতীয় শা মামুদের ভোগ বিলাসের জন্য তৈরি হয়েছিল এই প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের দেয়াল অন্ধকার নেমে এলে কথা বলতে থাকে যুবকের সঙ্গে?

এই পরিত্যক্ত প্রাসাদ যেন ঐশ্বর্যে ভরা এক কারাগার। সম্রাটের বাসনা তৃপ্ত হতো এই প্রাসাদে বন্দি নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। এই কারাগারের দেয়ালে এখনো বন্দি হয়ে আছে একদল তরুণীর করুণ আর্তি ও দীর্ঘশ্বাস। আর সূর্য ডুবলেই কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ যুবককে টেনে নিয়ে যায় প্রাসাদের রহস্যময় জগতে। সেখানে মুহূর্তেই একদল চঞ্চলা নারী হাসি-কান্নার ভেতর দিয়ে নিস্তব্ধ শূন্য প্রাসাদটাকে জীবন্ত করে তোলে। আবার দিনের আলো ফুটলেই রাতের এই রহস্যময়তাকে মনে হয় বিভ্রম। এই অভিশপ্ত প্রাসাদের সংস্পর্শে যেই আসে তার মনও যেন কারাগারের বন্দিত্ব মেনে নেয়, সে কারণেই মেহের আলী পাগল হয়েও ছুটে আসে বারবার প্রাসাদের আকর্ষণে। ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত দেয়ালে যদি তাকেও হারিয়ে যেতে হয় এই ভয়ে যুবকটিও পালিয়ে যেতে চায়। যুবকটির মনের অস্থিরতা ও মঞ্চের রহস্যময় আলো পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। ঢাকার নাট্যগোষ্ঠী 'সুবচন' তাদের ২৭তম প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে এভাবেই মঞ্চে নিয়ে আসে। গল্পটির নাট্যরূপ দেন সমর চট্টোপাধ্যায় আর এর নির্দেশনায় ছিলেন খালেদ খান।

প্রথমেই চোখ পড়লো মঞ্চে। নিয়মিত যারা নাটক দেখেন তারা হয়তো জানেন না যে নাটকের দলগুলো খুব কম খরচে মঞ্চের সেট তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং একই সেটের ভেতর বিভিন্ন ইমেজ এবং ছোটখাটো কিছু পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নাটকটিতে সময়ের একাল ও সেকাল ধরার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মঞ্চ পরিকল্পক এনামুল করিম নির্ঝরও তাই করেছেন। শুরুতে ট্রেন স্টেশনের দৃশ্য হিসাবে সেটটি ঠিক মনে হলেও পরবর্তীতে পরিত্যক্ত সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদ হিসেবে সেটটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আবার সেট ব্যবস্থাপনার কারণেই মঞ্চের স্পেস কখনো বড় আবার কখনো ছোট মনে হয়। নাটকটিতে স্পেসের ঘাটতি মনে হয়েছে কোথাও কোথাও। সে ক্ষেত্রে আলোক পরিকল্পক নাসিরুল হক খোকন সে ঘাটতি আলোর মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেখানেও ছিলো অনেক অপূর্ণতা।

নাটকটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যবহার করা হয়েছে। মঞ্চের আলো, সেট, কোরিওগ্রাফি, আবহ সঙ্গীত সব মিলিয়ে নাটকটিতে একটি বিশেষ মুড ধরার প্রচেষ্টা ছিল। নাটকটির বিভিন্ন পর্বে আলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ইমোশন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পের নায়ক যখন বাস্তব থেকে এক রহস্যের জগতে প্রবেশ করছেন তখন আলোও তার রূপ পরিবর্তন করছিলো আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিক সঙ্গীত ও নৃত্য। সব মিলিয়ে কোনো কোনো অংশ মনে হচ্ছিলো বেশ প্রাণবন্ত তবে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের অভিমত, তারা নাটকটির আরো কয়েকটি প্রদর্শনী দেখে তবেই নাটকটি নিয়ে মতামত দেবেন।

নাটক শুরু হবার আগে মঞ্চের একেবারে পেছনের সারিতে বসা ছিলেন নির্দেশক খালেদ খান। নাটক প্রসঙ্গে কথা বলতেই তিনি বললেন, 'আমার এই নাট্য অভিযাত্রায় এবারের সঙ্গী সুবচন নাট্য সংসদ। আর এই নাটকটি এ সময়ের জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে বলেই আমি নাটকটির নির্দেশনার কাজে হাত দিয়েছি'। সুবচন নাট্য সংসদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে বললেন, 'ওরা যেন নন্দিনীর দল আবার যৌবনেরও দল। সুন্দর কিছু সৃষ্টির উন্মাদনায় ওরা নিয়তই ছুটছে।'

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহে প্রদর্শিত হবে যে সব ছবি-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	স্মাইল্স অব অ্যা সামার নাইট
২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	লুক বেঁসো
২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	চিলড্রেন অব হেভেন
২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	দ্য রোলস অব গেম
২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	ব্লু

- **গোয়েথ ইনস্টিটিউট :** ধানমন্ডির গোয়েথ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন করা হবে ফাইদুস সাকলিনের অনুবাদ এবং কামালউদ্দিন নীলুর নির্দেশনায় নাটক 'মিশন'। ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হবে রায়হান আক্তারের অনুবাদ এবং নির্দেশনায় নাটক 'মুখোশ'।
- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর :** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে 'আবৃত্তি সন্ধ্যা'। আবৃত্তি সন্ধ্যায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন পরিষদের সদস্যরা। ২৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করেছে 'মুক্তিযুদ্ধে বিমানবাহিনী' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে আলোচনা করবেন একে খন্দকারসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা।
- **শিল্পাঙ্গন :** শিল্পাঙ্গনে ১৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের একক প্রদর্শনীর। 'পোট্রে অ্যান্ড ওয়াটার কালার শো '০৫' শিরোনামের এই প্রদর্শনী চলবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা।
- **মহিলা সমিতি :** ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে মঞ্চায়ন হবে নাট্যচক্রের নাটক 'ভদ্দরনোক'।
- **শিল্পকলা একাডেমী :** শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে সন্ধ্যায় মঞ্চায়িত হবে ঢাকা পদাতিকের নাটক 'কথা ৭১'।

আরশী'র আত্মপ্রকাশ

১২ সেপ্টেম্বর ইস্কাটন গার্ডেন রোডস্থ লেডিস ক্লাবে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'আরশী' যাত্রা শুরু করে। যেখানে আরশীর ব্যানারে প্রকাশিত ৫টি অ্যালবামের শিল্পী কলাকুশলী। 'আরশী' টুইনটিজ এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের একটি মিউজিক্যাল ব্র্যান্ড নেম। দেশীয় সঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার একটা স্বচ্ছ বাসনা নিয়েই আরশীর প্রতিষ্ঠা। আরশী'র প্রধান দুই উদ্যোক্তা সঙ্গীতাঙ্গনের পরিচিতি দুই মুখ এস,আই, টুটুল ও অবসকিউর ব্রান্ডের টিপু জানান, 'আরশী'র অর্থ হচ্ছে আয়না বা প্রতিচ্ছবি। আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের যে প্রতিবিম্ব বা ইমেজ আমরা তাকে বিশ্ব বাজারে পরিচিত করতে চাই আরশীর মাধ্যমে। অসুস্থ ধারার বিপরীতে সুস্থ ধারার সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার ও এর উৎকর্ষ সাধনে 'আরশী' সদাই সচেষ্ট থাকবে- এটাই আরশীর অঙ্গীকার।

রুহুল তাপস, লোপা মমতাজ